

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩/ ৫ ফাল্গুন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩/ ৫ ফাল্গুন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ০২ নং আইন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন)  
এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

( ১১৩৩ )

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। ২০০৬ সনের ২৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (এ৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (এ৩এ৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(এ৩এ৩) “শ্রম আইন” অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);”;

(খ) দফা (ট) এর চতুর্থ লাইনের প্রান্তস্থিত “:” কোলন এর পূর্বে “এবং শ্রম আইনের ধারা ১৭৫ এ সংজ্ঞায়িত শ্রমিকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” শব্দগুলি ও সংখ্যা সন্নিবেশিত হইবে।

৩। ২০০৬ সনের ২৫ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(খখ) শ্রম আইনের ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রতি বৎসর জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ অর্থ;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (খখ) তে উল্লিখিত অর্থ, শ্রম আইনের ধারা ২৪৩ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উক্ত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রম আইন দ্বারা বিলুপ্ত Companies Profits (Workers Participation) Act, 1968 (Act No. XII of 1968) এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত তহবিল এবং শ্রম আইনের অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোমধ্যে জমাকৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিলে এমনভাবে জমা থাকিবে যেন উহা এই উপ-ধারার অধীন জমা হইয়াছে।”।

৪। ২০০৬ সনের ২৫ নং আইনের ধারা ১৪ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ১৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“১৪ক। জরিমানা, অর্থ আদায়, ইত্যাদি।—(১) শ্রম আইনের ধারা ২৩৫ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এই আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে অথবা উহাতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উক্তরূপ অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশের উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডকে উক্ত অপরিশোধিত অর্থ প্রদানের আদেশসহ

সংশ্লিষ্ট কাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের এমন চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিনের জন্য আরও ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান পুনরায় লংঘন করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিগুণ জরিমানা আরোপিত হইবে।

(২) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদেয় কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা, সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত অপরিশোধিত অর্থ ও জরিমানা সরকারি দাবী হিসাবে গণ্য হইবে এবং Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরকার অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতঃ যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানী ও বোর্ডকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”।

মোঃ মাহফুজুর রহমান  
সচিব।